ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 161-168
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.445

কান্টের নৌমেনা ও অদ্বৈত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম: এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ

রেশমি পারভীন, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper presents a profound comparative analysis between the concept of noumena as developed in the critical philosophy of Immanuel Kant and the concept of ultimate reality (Brahman) in Vedānta philosophy. The central objective of this study is to establish a mediation between Kantian philosophy and Vedānta by focusing on three fundamental philosophical problems: the limits of human knowledge, the nature of reality, and the role of consciousness.

The first part of the paper examines Kant's epistemology, where he argues that human knowledge arises from the synthesis of sensibility and understanding. According to him, the world that we know is fundamentally the phenomenal world—that is, reality as structured through our experience. In contrast, noumena, or the thing-in-itself, exists beyond the framework of human cognition. Kant characterizes noumena as a "limiting concept," which serves to demarcate the boundaries of human knowledge but can never become an object of direct cognition. From this standpoint, he concludes that human knowledge is inherently limited and that attaining certain knowledge of ultimate reality is impossible.

The second part of the paper explores the concept of ultimate reality in Vedānta philosophy, particularly through the lens of Advaita Vedānta as articulated by Adi Shankaracharya. In this tradition, Brahman is identified as the sole ultimate reality—one, non-dual, formless, attributeless, and absolute. According to Advaita Vedānta, the empirical world is māyā, that is, an apparent or indeterminate reality. In contrast to Kant, Vedānta asserts that Brahman is not only real but also knowable through direct spiritual realization. This realization is neither sensory nor purely rational; rather, it is a form of non-dual consciousness in which the knower realizes the unity of the self (Ātman) and Brahman.

The paper then proceeds to offer a comparative analysis of these two philosophical traditions. Both Kantian philosophy and Vedānta recognize a fundamental distinction between the empirical world and ultimate reality—expressed as phenomena and noumena in Kant, and māyā and Brahman in Vedānta. However, the crucial point of divergence lies in the question of knowability: while Kant maintains that noumena is unknowable, Vedānta firmly upholds that Brahman is directly realizable.

Keywords: Bastabata, Noumena, Phenomena, Poromatma, Jibatma, Moksha, Ogyan, Brahma

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই একটি মৌলিক প্রশ্ন দার্শনিক চিন্তাকে ধাবিত করে এসেছে— বাস্তবতা কী? আমরা কি বস্তু কে জানতে সক্ষম? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) এবং সত্তাতত্ত্ব (metaphysics)-এর বিকাশ ঘটেছে। একদিকে, মানুষ তার ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মাধ্যমে জগতকে উপলব্ধি করে; অন্যদিকে, সে বারবার অনুভব করে যে এই উপলব্ধির আড়ালে হয়তো আরও গভীর কোনো সত্য নিহিত রয়েছে। এই দ্বৈত অভিজ্ঞতা থেকেই 'প্রতীয়মান' (appearance) ও 'পরম' (ultimate reality)-এর মধ্যে পার্থক্যের ধারণা গড়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে Immanuel Kant এই সমস্যাটিকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর সমালোচনামূলক দর্শন (critical philosophy) মূলত এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে— মানব জ্ঞানের সীমা কোথায়? কান্ট তাঁর বিখ্যাত 'কোপার্নিকান বিপ্লব'-এর মাধ্যমে দেখান যে জ্ঞান কোনো বাহ্যিক বাস্তবতার নিছক প্রতিফলন নয়; বরং তা মানব মনের কাঠামো দ্বারা গঠিত। এর ফলে তিনি জগতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন— *ফেনোমেনা* (যা আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানি) এবং *নৌমেনা* (যা বস্তু-স্বয়ং, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বাইরে অবস্থিত)। কান্টের মতে, *নৌমেনা* ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা কখনোই জ্ঞাতব্য নয়। এটি আমাদের জ্ঞানের সীমারেখা নির্দেশ করে, কিন্তু সেই সীমা অতিক্রম করার কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ *নৌমেনা বা* বস্তু-স্বয়ং কে আমরা কখনই জানতে পারিনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি দর্শনের ইতিহাসে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনে, কারণ এটি পূর্ববর্তী র‍্যাশনালিস্ট এবং এম্পিরিসিস্ট উভয় ধারাকেই সমালোচনার মুখে ফেলে। কান্ট দেখান যে, যুক্তি বা অভিজ্ঞতা— কোনোটিই এককভাবে পরম সত্যে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। ফলে, মানব জ্ঞানকে তিনি একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন এবং এই সীমাবদ্ধতাকেই দার্শনিকভাবে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

অন্যদিকে, ভারতীয় দর্শনের পরম্পরায় Vedānta একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। বেদান্ত দর্শন, বিশেষত অদ্বৈত বেদান্ত, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে— বাস্তবতার চূড়ান্ত প্রকৃতি কী এবং মানুষ কি তা উপলব্ধি করতে পারে? শংকরাচার্য-এর দর্শনে এই প্রশ্নের একটি সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। তাঁর মতে, ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য, এবং জগত মায়া বা আপাত বাস্তবতা আছে মাত্র। কিন্তু এই আপাত বাস্তবতার আড়ালে যে পরম সত্য নিহিত রয়েছে, তা মানব চেতনার গভীর স্তরে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। এখানেই কান্ট এবং বেদান্তের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কান্ট যেখানে জ্ঞানের সীমা নির্ধারণ করে নৌমেনাকে অজ্ঞেয় বলে ঘোষণা করেন, সেখানে বেদান্ত সেই সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনার কথা বলে। বেদান্তের মতে, জ্ঞান কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আত্ম-উপলব্ধি (self-realization)-এর মাধ্যমে এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছাতে পারে। এই উপলব্ধি কোনো ধারণাগত জ্ঞান নয়, বরং অস্তিত্বগত (existential) ও অভিজ্ঞতালব্ধ (experiential)। এই প্রেক্ষাপটে, এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো এই দুই ভিন্ন দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সমালোচনামূলক সংলাপ প্রতিষ্ঠা।

কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology)

Immanuel Kant-এর জ্ঞানতত্ত্ব আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে এক মৌলিক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— মানব জ্ঞানের উৎস, প্রকৃতি এবং সীমা নির্ধারণ করা। এই লক্ষ্যে তিনি র‍্যাশনালিজম (যুক্তিবাদ) এবং এম্পিরিসিজম (অভিজ্ঞতাবাদ)-এর মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বকে সমাধান করার চেষ্টা করেন।

(ক) জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট: র‍্যাশনালিজম বনাম এম্পিরিসিজম

কান্টের পূর্ববর্তী দর্শনে দুটি প্রধান ধারা ছিল:

র‍্যাশনালিজম (Rationalism)

René Descartes, Baruch Spinoza এবং Gottfried Wilhelm Leibniz প্রমুখরা মনে করতেন যে জ্ঞান মূলত যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়।

এম্পিরিসিজম (Empiricism)

John Locke, George Berkeley এবং David Hume এনারা যুক্তি দেন যে সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে আসে। বিশেষ করে David Hume-এর সংশয়বাদ (skepticism) কান্টকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। হিউম দেখান যে কারণ-কার্য সম্পর্কও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না; এটি কেবল অভ্যাসের ফল। কান্ট স্বীকার করেন যে হিউম তাঁকে "dogmatic slumber" থেকে জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং এর পরেই তিনি তাঁর সমালোচনামূলক দর্শন নির্মাণ করেন।

(খ) কান্টের "কোপার্নিকান বিপ্লব"

কান্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তাঁর তথাকথিত "Copernican Revolution"। তিনি বলেন: "আমরা যদি ধরে নিই যে জ্ঞান বস্তু অনুযায়ী গঠিত হয়, তাহলে আমরা সমস্যায় পড়ি; কিন্তু যদি ধরি যে বস্তু আমাদের জ্ঞানের কাঠামো অনুযায়ী গঠিত হয়, তাহলে জ্ঞান সম্ভব হয়।" অর্থাৎ, জ্ঞান বাহ্যিক বাস্তবতার নিছক প্রতিফলন নয়, বরং মানব মন সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতাকে গঠন করে – তাঁর এই ধারণা জ্ঞানতত্ত্বে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে।

(গ) জ্ঞানের দুই উৎস: Sensibility ও Understanding

কান্টের মতে, মানব জ্ঞান দুটি প্রধান ক্ষমতার সমন্বয়ে গঠিত:

(১) Sensibility (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা)

এটি আমাদের কাছে তথ্য বা উপাদান সরবরাহ করে, এর মাধ্যমে আমরা "intuition" (প্রত্যক্ষ বোধ) পাই। এর দুটি মৌলিক রূপ হলো:

- Space (স্থান)
- Time (কাল)

কান্টের মতে, স্থান ও কাল বাহ্যিক বাস্তবতার গুণ নয়; বরং এগুলো আমাদের মনের পূর্বনির্ধারিত (a priori) কাঠামো।

(২) Understanding (বুদ্ধি বা বোধশক্তি)

এটি ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সংগঠিত করে, এটি বিভিন্ন categories (শ্রেণি) ব্যবহার করে কান্ট ১২ টি শ্রেণির কথা বলেন, যেমন:

- কারণ-কার্য (Causality)
- ঐক্য (Unity)
- বহুত্ব (Plurality)
- সম্ভাবনা (Possibility)

এই শ্রেণিগুলো অভিজ্ঞতা থেকে আসে না; বরং এগুলো a priori।

(ঘ) Synthetic a priori জ্ঞান

কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হলো synthetic a priori judgment। কান্টের পূর্বের দার্শনিক রা দেখাতেন যে analytic judgement মাত্রই a priori হবে, syntethic judgement হলে তা অবশ্যই a posteriori হবে।

analytic judgment: যেখানে predicate subject-এর মধ্যেই নিহিত থাকে, syntethic judgement যেখানে predicate নতুন কিছু যোগ করে।

তবে কান্টই প্রথম দেখান যে কিছু জ্ঞান আছে যা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না (a priori) কিন্তু তবুও তা নতুন তথ্য প্রদান করে (synthetic)।

উদাহরণ:

- "৭ + ৫ = ১২"
- "প্রতিটি ঘটনার একটি কারণ আছে"

এই ধরনের জ্ঞান সম্ভব হয় কারণ মানব মন অভিজ্ঞতাকে গঠন করে।

(ঙ) অভিজ্ঞতার নির্মাণ (Construction of Experience)

কান্টের মতে, অভিজ্ঞতা একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া: প্রথমে ইন্দ্রিয় তথ্য প্রদান করে, তারপর স্থান ও কালের মধ্যে তা সংগঠিত হয়, বোধশক্তির শ্রেণিগুলো তা ব্যাখ্যা করে ফলে একটি "অভিজ্ঞতামূলক বস্তু" তৈরি হয়। অতএব, আমরা সরাসরি বাস্তবতাকে জানি না; আমরা জানি বাস্তবতার একটি গঠিত রূপ।

এই জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে কান্ট বলেন: আমরা কেবল ফেনোমেনাল জগত (appearance) জানতে পারি, নৌমেনাল জগত (thing-in-itself) আমাদের জ্ঞানের বাইরে। কিন্তু চিন্তার জন্য প্রয়োজনীয় এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জ্ঞানের একটি সীমা রয়েছে।

বেদান্ত দর্শনে পরম সত্য

Vedānta দর্শনে "পরম সত্য" (Ultimate Reality) প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় ও মৌলিক। এই দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য কেবল জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া নয়, বরং সেই চূড়ান্ত সত্যকে উপলব্ধি করা যার জ্ঞান মানব জীবনের মুক্তি (*মোক্ষ*) প্রদান করে। বিশেষত শংকরাচার্য-প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্তে পরম সত্যের ধারণা সর্বাধিক সুসংগঠিত ও দার্শনিকভাবে পরিণত রূপ লাভ করে।

(ক) বেদান্তের মৌলিক ভিত্তি

Vedānta মূলত উপনিষদ, *ভগবদ্গীতা* এবং *ব্রহ্মসূত্র*—এই তিনটি প্রধান গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থসমূহে বারবার একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে:

"সর্বশেষে কী সত্য?" (*What is ultimately real?*)

এই অনুসন্ধানের উত্তরেই বেদান্ত "ব্রহ্ম" ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে।

(খ) ব্রহ্ম: পরম সত্যের স্বরূপ

অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য (Absolute Reality), জীব অ ও জগৎ মিথ্যা, মায়া মাত্র। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, অর্থাৎ সকল প্রকার বিশেষ বা ভেদ রহিত। ভেদ মূলত তিন প্রকার হয়– স্বজাতীয় ভেদ (সমজাতীয় দুই বস্তুর মধ্যে যে ভেদ), বিজাতীয় ভেদ (দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে ভেদ) ও স্বগত ভেদ (একই সমগ্র বস্তুর সাথে অথবা অংশীর সাথে তার অংশের যে ভেদ)। শংকরাচার্য এর মতে ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদ রহিত,

কারন তার সমজাতীয় কিছু নেই, তার থেকে বিজাতীয় ভিন্ন কিছু নেই, আর ব্রহ্ম সম্পূর্ণ সমগ্র সত্তা হলেও তা সাঅংশ নয়(concrete unity), তা অংশ বিহীন অর্থাৎ (abstract unity)।

এটি নির্গুণ (without attributes) অর্থাৎ সকল প্রকার বিশেষণ বা গুণ রহিত। কারন ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদ রহিত হওয়ায় তাতে গুণজ ভেদও থাকতে পারেনা, যেমন দ্রব্য ও গুন পরস্পর ভিন্ন, "এই পুষ্প টি সাদা"– এখানে পুষ্প হল দ্রব্য, সাদা হল গুন। ঠিক তেমনি নির্বিশেষ অনন্ত ব্রহ্মে কোন গুণ থাকতে পারেনা, তা নির্গুণ। কেননা গুণ দ্রব্য কে সীমায়িত করে, কিন্তু ব্রহ্ম অসীম (infinite) অসীম তাই তাতে গুণ থাকতে পারেনা।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এটি সমস্ত পরিবর্তন ও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে কেননা ব্রহ্ম আপ্তকাম তার অভাব বা কামনা করার কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, ক্রিয়া পরিবর্তনর কারণ, তাই ব্রহ্ম যদি ক্রিয়াশীল হন তাহলে সেই ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম স্বয়ং তিনি হবেন কারণ তাঁর বাইরে কিছুই নেই ,ফলে তার পরিণাম ও পরিবর্তন অনিবার্য। তাই অপরিণামীব্রহ্ম হল নিষ্ক্রিয়।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ (Sat-Chit-Ananda)—অর্থাৎ্ তৈত্তিরীও উপনিষদে ব্রহ্ম কে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলা হয়েছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, তার ধর্ম বা গুণ নয়। ব্রহ্ম সৎ মানে সাসত, অনন্ত। ব্রহ্ম চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূরুপ , এক বিজ্ঞানঘন অবস্থা । ব্রহ্ম হল আনন্দ স্বরূপ, সর্ব প্রকার দুঃখ ক্লেশ রহিত।, অস্তিত্ব, চেতনা এবং আনন্দের এক অবিভাজ্য ঐক্য হল ব্রহ্ম।

(গ) নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম

অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মকে দুইভাবে বোঝানো হয়:

(১) নির্গুণ ব্রহ্ম (Nirguna Brahman)

যা কোনো গুণ, রূপ বা বৈশিষ্ট্য নেই, যা সম্পূর্ণ অদ্বৈত ও অপরিবর্তনীয়, এটিই প্রকৃত পরম সত্য। অন্যদিকে

(২) সগুণ ব্রহ্ম (Saguna Brahman)

ব্যাবহারিকদৃষ্টিতে, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান উদয়ের আগে পর্যন্ত জগৎ সত্য হওয়ায়, ব্রহ্ম কে জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে গন্য করা হয়, জগতের স্রষ্টা, পালক ও ধ্বংস কর্তা রুপে ব্রহ্মকে শঙ্কর আচার্য সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলে অভিহিত করেছেন। এই ব্রহ্ম জীবের উপাস্য দেবতা, তা জীব হতে ভিন্ন, অর্থাৎ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সাধারণত ধর্মমূলক ঈশ্বর কে যে সব গুণ মণ্ডিত করা হয় তাই হল সগুণ ব্রহ্ম। পারমার্থিক দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, সৃষ্টি ও নেই জগৎ ও মায়া মাত্র। সগুণ ব্রহ্ম আপেক্ষিক সত্য, আর নির্গুণ ব্রহ্মই চূড়ান্ত সত্য।

(ঘ) মায়া: জগতের আপাত বাস্তবতা

বেদান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো মায়া। শঙ্করের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, তার সত্য পরিণাম নয়। দই দুধের সত্য পরিনাণাম, সত্যকার্য, কিন্তু জগৎ ব্রহ্মের সত্যকার্য নয়, মিথ্যা বিবর্ত মাত্র। অজ্ঞানতা বশত জীব সত্য ব্রহ্মে, মিথ্যা জগতের আরোপ করে, ফলে ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয়। জীবে আশ্রিত অজ্ঞান আবরণ শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ কে আবৃত করে, বিক্ষেপণ শক্তির দ্বারা ব্রহ্মে জগৎকে বিক্ষেপণ করে, ফলে জীবের দিক থেকে এই অজ্ঞান ই জগতের কারন। কিন্তু ব্রহ্মের দিক থেকে তার ভ্রম সৃষ্টিকারী মায়া শক্তিই হল জগতের কারণ। শঙ্করের মতে এই জগৎ মিথ্যে মায়া মাত্র।

শংকর জগৎকে মিথ্যা বলে বর্ণনা করছে। এখন মিথ্যা শব্দের আসল অর্থ আমাদেরকে জানতে হবে, নাহলে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। মিথ্যা শব্দের অর্থ অলীক নয়। আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ অলীক অসৎ অথবা তুচ্ছ। এদের প্রতীতি মাত্র হয়না। কিন্তু যা প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় অথচ পরে বাধিত হয় বা অসত্য

বলে প্রমাণিত হয় তাই হচ্ছে মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম, এখানে ভ্রান্ত ব্যক্তি স্পষ্ট সর্প প্রত্যক্ষ করে এবং যতক্ষণ ভ্রমটা স্থায়ী হয় ততক্ষণ তার সর্পপ্রতীতিও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু রজ্জুর জ্ঞান উদয়ের পরেই ভ্রমাবসান ঘটে ফলে সর্প বাধিত হয়, অর্থাৎ অসত্য বলে প্রতীত হয়। সুতরাং ভ্রমকালীন যে সর্প সেটা আকাশকুসুম ন্যায় অলীক নয়, সেটা হচ্ছে মিথ্যা। যা অলীক তা কখনোই সত্য বলে প্রত্যক্ষিত হয় না, কিন্তু যা মিথ্যা তা সত্যজ্ঞান উদয়ের পূর্বে পর্যন্ত উদিত হলেও পরে তা বাধিত হয়।

জগৎও ব্রহ্ম জ্ঞান উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দৃষ্টভূত, ব্রহ্মজ্ঞানের পরে বাধিত হয়ে যায়। অথচ জগত মিথ্যা আকাশকুসুমের মতো অলিক অথবা অসৎ অথবা তুচ্ছ নয়। কেননা জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও রজ্জুতে সর্প ন্যায় মিথ্যা হলেও তার সমজাতীয় নয়। তাদের থেকে কিঞ্চিত উচ্চস্তরীয়। অদ্বৈত বেদান্তীগণ সত্ত্বার ত্রৈবিধ্যবাদ স্বীকার করেছেন পারমার্থিক সত্যতা, ব্যবহারিক সত্যতা এবং প্রাতিভাসিক সত্যতা। যা কখনোই বাধীত হয় না বা অসত্য বলে বোধিত হয় না তাই হচ্ছে পারমার্থিক সৎ যথা ব্রহ্ম। যা ব্রহ্ম জ্ঞানের আগে পর্যন্ত সত্য রুপে প্রতীত হয় কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান উদয়ের পরে তা বাধিত হয়ে যায়, তা হল ব্যবহারিক সৎ যথা জগৎ। আর যা কিছুক্ষণের জন্য সত্য বলে প্রতীতি হয় মাত্র, ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারাই বাধিত হয় তাই হল প্রাতিভাসিক সৎ যথা রজ্জু তে দৃষ্ট সর্প। সুতরাং প্রাতিভাসিক সত্তা স্বল্পক্ষণেই বাধিত হয়, ব্যবহারিক সত্তাও বাধিত হয় তবে এই ব্রহ্মে জগতভ্রম অবসান দীর্ঘকালব্যাপি, জন্মজন্মান্তরব্যাপি যতক্ষণ না ব্রহ্ম স্বরূপ উপলব্ধ হয়। তাই জগৎ ব্রহ্মের মত সৎ নয় আবার আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ ও নয়, তা সদাসদবিলক্ষণ -অনির্বচনীয়।

(ঙ) আত্মা (Ātman) ও ব্রহ্মের ঐক্য

অদ্বৈতবেদান্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

"আত্মা= ব্রহ্ম" শ্রুতিতে বাক্যটি বলা হয়েছে *"তত্ত্বমসি"* (তিনি ই তুমি)এই ঐক্যকে প্রকাশ করে। অনাদি কর্ম বশত জীব দেহমন প্রভৃতি উপাধির সাথে এক বলে মনে করে ফলে দেহের ধর্ম আত্মায় আরোপ করে অশেষ দুঃখ ভোগ করে, অনাদি সংসার চক্র থেকে মুক্তি হল মোক্ষ। জীব নিত্য মুক্ত, অজ্ঞানতা বশত সে নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে। একটি ভাঙা ঘটের ভিতরের আকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হয়ে যায় তেমনি অজ্ঞানতা দূর হলে জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যায়। পরমাত্মাই জীবাত্মা অর্থাৎ তিনিই(নির্গুণ ব্রহ্মই) তুমি (জীব)।

(চ) জ্ঞান ও উপলব্ধি (Jnana and Realization)

শংকরাচার্য-এর মতে, ব্রহ্মকে জানার জন্য সাধারণ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এখানে "জ্ঞান" বলতে বোঝায়:

- পরোক্ষজ্ঞান -শাস্ত্র ও যুক্তির মাধ্যমে
- অপরোক্ষজ্ঞান- প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে, এই উপলব্ধির জন্য তিনটি ধাপ রয়েছে: শ্রবণ (Śravaṇa): শাস্ত্র শ্রবণ, মনন (Manana): যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ, নিদিধ্যাসন (Nididhyāsana): গভীর ধ্যান ।এর ফলে ব্রহ্মতত্ত্ব এর সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় তাই মুক্তি। যখন ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে: "আমি ব্রহ্ম" তখন সে সমস্ত দুঃখ, অজ্ঞতা ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

কান্টের সাথে অদ্বৈতবেদান্তের তুলনা

এই আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে অদ্বৈত বেদান্ত পরম সত্যকে জ্ঞাতব্য ও উপলব্ধিযোগ্য মনে করে, যা কান্টের নৌমেনা ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, Immanuel Kant যেখানে জ্ঞানের সীমা নির্ধারণ করেন, বেদান্ত সেখানে সেই সীমা অতিক্রমের পথ নির্দেশ করেছে। কান্ট ফেনোমেনা ও নৌমেনা কথা বলে যা বেদান্তে মায়া ও ব্রহ্ম। উভয়ই স্বীকার করেন যে চূড়ান্ত বাস্তবতা ইন্দ্রিয়ের বাইরে। যদিও অদ্বৈতবেদান্তের পরম সত্য ধারণা অত্যন্ত গভীর, তবুও কিছু প্রশ্ন ওঠে:

- এই "অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান" কীভাবে যাচাই করা যায়?
- এটি কি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য?
- মায়া ধারণা কি জগতের বাস্তবতাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করে?

এই প্রশ্নগুলোই কান্টের সমালোচনার সাথে বেদান্তের সংলাপকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

উপসংহার

এই গবেষণা প্রবন্ধে Immanuel Kant-এর নৌমেনা ধারণা এবং Vedānta দর্শনের পরম সত্য (*ব্রহ্ম*) ধারণার মধ্যে একটি গভীর তুলনামূলক ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে উভয় দার্শনিক ঐতিহ্য একই মৌলিক প্রশ্ন— বাস্তবতার প্রকৃতি এবং মানব জ্ঞানের সীমা— নিয়ে চিন্তা করলেও তাদের উত্তর সম্পূর্ণ ভিন্ন দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমত, Immanuel Kant-এর জ্ঞানতত্ত্ব আমাদেরকে এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক শিক্ষা দেয়— মানব জ্ঞান স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। আমরা যে জগতকে জানি তা মূলত আমাদের মনের কাঠামো দ্বারা নির্মিত, এবং সেই কারণে "বস্তু-স্বয়ং" বা নৌমেনা আমাদের কাছে চিরতরে অজ্ঞেয় থেকে যায়। এই অবস্থান একদিকে যেমন মেটাফিজিক্যাল অতিরঞ্জনকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক ধরনের বৌদ্ধিক সততা (intellectual humility) প্রতিষ্ঠা করে। কান্ট দেখিয়েছেন যে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সীমা স্বীকার না করলে দর্শন সহজেই বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হতে পারে।

অন্যদিকে, Vedānta দর্শন, বিশেষত শংকরাচার্য-এর অদ্বৈত ব্যাখ্যা, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। এখানে পরম সত্যকে কেবল তাত্ত্বিকভাবে অনুমান করা হয় না; বরং তা প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে জানা সম্ভব বলে দাবি করা হয়। ব্রহ্মকে একমাত্র চূড়ান্ত বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে বেদান্ত দেখায় যে জ্ঞান কেবলমাত্র ধারণাগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, বরং এটি অস্তিত্বগত এবং রূপান্তরমূলক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, জ্ঞান কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ নয়; বরং এটি আত্ম-উন্মোচনের একটি প্রক্রিয়া।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক পার্থক্যটি হলো— জ্ঞাতব্যতার প্রশ্নে। কান্ট যেখানে নৌমেনাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলে ঘোষণা করেন, বেদান্ত সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধিযোগ্য বলে প্রতিষ্ঠা করে। এই পার্থক্যটি মূলত তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর ভিন্নতার ফল। কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব যুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং ধারণাগত বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ; অন্যদিকে বেদান্ত সেই সীমা অতিক্রম করে এক ধরনের অদ্বৈত চেতনার সম্ভাবনা উন্মোচন করে।

তবে, এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, উভয় দর্শনের মধ্যে একটি গভীর সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই স্বীকার করেন যে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগত চূড়ান্ত বাস্তবতা নয়। কান্টের ভাষায় এটি ফেনোমেনাল জগত, আর বেদান্তের ভাষায় এটি মায়া।

সমালোচনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, কান্টের অবস্থান দর্শনকে একটি কঠোর পদ্ধতিগত ভিত্তি প্রদান করে, যা জ্ঞানের সীমা নির্ধারণে অত্যন্ত কার্যকর। কিন্তু একই সঙ্গে এটি এমন কোনো জ্ঞানের সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করে, যা ধারণাগত কাঠামোর বাইরে অবস্থিত। অপরদিকে, বেদান্ত সেই সীমা অতিক্রম করার দাবি করলেও, তার এই দাবি প্রায়ই যাচাইযোগ্যতার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত হওয়ায়, তা সর্বজনীনভাবে প্রমাণ করা কঠিন।

এই প্রেক্ষাপটে, একটি সম্ভাব্য সমন্বয়ের দিক নির্দেশ করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে, Immanuel Kant-এর নৌমেনা ধারণা তাত্ত্বিক বা ধারণাগত জ্ঞানের সীমাকে নির্দেশ করে, যেখানে Vedānta দর্শন সেই

সীমার বাইরে এক ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সম্ভাবনা উন্মোচন করে। অর্থাৎ, যদি আমরা জ্ঞানকে কেবলমাত্র যুক্তিনির্ভর ধারণাগত কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, অভিজ্ঞতা ও চেতনার গভীর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করি, তাহলে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি ম মধ্যপন্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সর্বোপরি, এই গবেষণা প্রবন্ধটি দেখায় যে বাস্তবতা এবং জ্ঞানের প্রশ্নে কোনো একক, সর্বজনীন উত্তর নেই। বরং বিভিন্ন দার্শনিক ঐতিহ্য এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর প্রদান করে। Immanuel Kant আমাদের শেখান সীমাবদ্ধতার মধ্যে চিন্তা করতে, আর Vedānta আমাদের আহ্বান জানায় সেই সীমা অতিক্রম করতে। বর্তমান বিশ্বে, যেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে সংলাপ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, সেখানে কান্ট এবং বেদান্তের মধ্যে এই তুলনামূলক আলোচনা একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে।

এছাড়াও, এই প্রবন্ধটি একটি পদ্ধতিগত (methodological) দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পাশ্চাত্য সমালোচনামূলক পদ্ধতি এবং প্রাচ্য আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মধ্যে একটি তুলনা করা হয়েছে, যা আমাদের দেখায় যে জ্ঞান অর্জনের একাধিক পথ থাকতে পারে। এই বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক দর্শনের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি একক কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার সম্ভাবনা নির্দেশ করেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Choudhuri, Roma. *Bedanta Darshon.* Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2022.
২. Kant, Immanuel. *Critique of Pure Reason.* Translated by Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambridge University Press, 1998.
৩. Radhakrishnan, Sarvepalli. *Indian Philosophy.* Vol. 1–2, Oxford University Press, 2008.
৪. Shankaracharya, Adi. *Brahma Sutra Bhashya.* Translated by Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, 2000.